গাংনীতে ভিজিএফের চাল বিতরণ নিয়ে উপজেলা জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নে ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও সন্ত্রাসী আচরণের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামী।

বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম। তিনি অভিযোগ করে বলেন, ষোলটাকা ইউনিয়নের বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুনের স্বামী আবুল হোসেন কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি বা সরকারি কর্মচারী না হয়েও ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করছেন এবং পুরো বিতরণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তিনি আরও বলেন, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরিষদে গিয়ে তালিকা প্রণয়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় জামায়াত নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয়। তবে এ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং জামায়াত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে অশালীন ও উসকানিমূলক মন্তব্য করা হয় বলে দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, এই দাবির প্রেক্ষিতে একপর্যায়ে প্যানেল চেয়ারম্যানের ছেলে লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র আনার নির্দেশ দেন এবং সন্ত্রাসী আচরণ করেন। এতে সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে আলোচনা শেষে তারা আমাদের দুইজন প্রতিনিধির নাম লিখে দিতে বলেন। আমরা সে অনুযায়ী লিখিতভাবে নাম প্রদান করি।

তবে এরপরও তাদের সহযোগী ক্যাডার বাহিনী আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর অতর্কিতভাবে চড়াও হয়ে কয়েকজন কর্মীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও আহত করে বলে অভিযোগ করা হয়।

এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে ভিজিএফ বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

অন্যদিকে, প্যানেল চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুনের পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি করা হয়েছে। জামায়াতের দাবি, ঘটনাটি ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম, সেক্রেটারি জাহাঙ্গীর আলম, ষোলটাকা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির বেলাল হোসেনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের বারাদী ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিএফের চাল বিতরণ

মেহেরপুরের বারাদী ইউনিয়ন পরিষদে হতদরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষের মাঝে ভিজিএফ কর্মসূচির চাল বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এ চাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়।

দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর ১০ কেজি করে চাল পেয়ে সন্তুষ্টির হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন সুবিধাবঞ্চিত মানুষরা। তাদের জন্য এই ১০ কেজি চাল কয়েকদিনের খাদ্যচিন্তা লাঘব করবে বলে জানান অনেকেই।

চাল বিতরণকে কেন্দ্র করে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন একে অপরের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটান এবং সুখ-দুঃখের গল্প ভাগাভাগি করেন। অনেক প্রবীণ মানুষের কাছে এটি যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

এবার প্রকৃত দুঃস্থ, অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের হাতে সহায়তা পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা।

কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা স্বচ্ছভাবে কাজ করতে পেরেছেন বলেও তারা মন্তব্য করেন। এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সচেতন মহল।

এ বিষয়ে বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক রাকিবুল ইসলাম বলেন, এবার আমরা ব্যতিক্রমভাবে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। পরিষদের দফাদার ও চৌকিদারদের দিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রকৃত দুঃস্থ ও অতি দরিদ্র নারী-পুরুষের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই তালিকার ভিত্তিতেই চাল বিতরণ করা হয়েছে, এতে সবাই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তিনি আরও জানান, ইউনিয়নের ১ হাজার ৩০০টি দুঃস্থ ও অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে ভিজিএফ (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) কর্মসূচির আওতায় ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে ভিজিএফ চাল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে জন প্রতি ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে ৭টার সময় ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে চাল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৫–২৬ অর্থবছরের আওতায় ২০২৬ সালের ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বরাদ্দকৃত ভিজিএফ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ০৬ নং হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে উপকারভোগীদের মাঝে এই চাল বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় অনুকূলে বরাদ্দপ্রাপ্ত ২৬৮৮টি কার্ডের বিপরীতে প্রত্যেক উপকারভোগীকে নির্ধারিত পরিমাণ চাল প্রদান করা হয়।

ভিজিএফ চাল সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বিতরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিএনপির পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও

সাবেক ভারপ্রাপ্ত হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সোলেমান মল্লিক এবং ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওহিদুজ্জামান। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন হাউলী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির উবায়দুর রহমান ও সেক্রেটারি আব্দুল গাফফার।

চাল বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনির, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান এবং ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করেন। উপকারভোগীরা জানান, ঈদ উপলক্ষে সরকারের এ সহায়তা তাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

দর্শনায় ভিজিএফের চাল থেকে বঞ্চিত দরিদ্ররা, কাদতে কাদতে ফিরলেন বৃদ্ধ-বিধবারা

দর্শনা পৌরসভার ভিজিএফের চাল বিতরণে তালিকা জটিলতা, অস্বচ্ছতা ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে পৌরসভার ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে প্রকৃত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও অসহায় অনেক মানুষ চাল না পেয়ে কাদতে কাদতে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে অভিযোগ রয়েছে, কিছু সচ্ছল ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীও এই ভিজিএফের চাল পেয়েছেন, যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের জন্য কার্ডপ্রতি ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী: ১ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৫ জনের জন্য ৩,৩৫০ কেজি, ২ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৯০ জনের জন্য ৩,৯০০ কেজি, ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৫ জনের জন্য ৩,৩৫০ কেজি, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৩ জনের জন্য ৩,৩৩০ কেজি, ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৪২ জনের জন্য ৩,৪২০ কেজি, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৪২ জনের জন্য ৩,৪২০ কেজি, ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ২৮৩

জনের জন্য ২,৮৩০ কেজি, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৯৭ জনের জন্য ৩,৯৭০ কেজি এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ৩২৮ জনের জন্য ৩,২৮০ কেজি বরাদ্দ রয়েছে।

মোট ৯টি ওয়ার্ডে ৩,৮৫০ জন উপকারভোগীর জন্য ৩০,৮৫০ কেজি চাল বরাদ্দ রয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ৩ মার্চ দর্শনা পৌর কর্তৃপক্ষ ৯টি ওয়ার্ডের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সভা করেন। ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করে পৌরসভায় জমা দিতে হবে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, এক সপ্তাহ পার হলেও অনেক ওয়ার্ডে তালিকা সম্পূর্ণ হয়নি এবং কোথাও অতিরিক্ত নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় দেখা যায়, তালিকায় নাম না থাকায় অনেক অসহায় মানুষ চাল পাননি। ভুক্তভোগীদের মধ্যে অনেকেই বয়োবৃদ্ধ, কেউ বিধবা, কেউ স্বামী পরিত্যক্তা, আবার কেউ এমন আছেন যারা চলাফেরা করতে পারেন না বা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করেন। তাঁরা কাদতে কাদতে ফিরে গেছেন।

অভিযোগ রয়েছে, বিতরণের সময় বিভিন্ন অনিয়মও হয়েছে। একজন মহিলা একাই ১৭টি টোকেন বা কার্ড নিয়ে চাল নিতে আসেন। পৌর কর্মচারী শাহ আলম তাৎক্ষণিকভাবে টোকেনগুলো আটক করেন। এছাড়া কিছু সচ্ছল ব্যক্তি এই ভিজিএফের চাল পেয়েছেন, যেমন কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে চাকরি করেন এমন কয়েকজন এবং বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করেন এমন কয়েকজন।

দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দর্শনা পৌর প্রশাসক শাহিন আলম জানান, সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে চাল পৌঁছে দিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে পৌর কর্মচারী দায়িত্ব পেয়েছেন। তবে কিছু ওয়ার্ডের তালিকা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, ফলে পুরো চাল বিতরণ শেষ করতে আরও দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে।

প্রকৃত দরিদ্র ও অসহায়দের দাবি, তালিকা পুনরায় যাচাই করে যারা সত্যিকারের প্রাপ্য, তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত ভিজিএফের চাল বিতরণের ব্যবস্থা করা হোক। অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতেও এ ধরনের বৈষম্য ও অভিযোগ থাকবে।

[redacted]

[redacted]

আমার প্রতিপক্ষ গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপুকে পরিষদে জোর করে বসানোর অপচেষ্টা করেন। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে দেশীয় অস্ত্র, লাঠি-সোঁটা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ দখল ও চাল উঠলে তা লুট করার ঘোষণা দেন। এতে রাইপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্র লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের প্রতিহত করার ঘোষণা দেন।

গত মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে শত শত সশস্ত্র লোক নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে এলে এলাকার লোকজন তাদের সেই হামলা প্রতিহত করেন। তারপর থেকে এলাকার সন্ত্রাসীদের ভাড়া করে বুধবার সারাদিন ১০/১৫টি মোটরসাইকেলযোগে সন্ত্রাসীরা পরিষদের আশপাশে আসে এবং নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে আমাকে খুঁজতে থাকে।

তিনি আরও বলেন, অত্র ইউনিয়নের প্রায় ৩২শ হতদরিদ্র মানুষের ভিজিডির চাল উত্তোলন এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তিনি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান প্রশাসনিক সহযোগিতা করে হতদরিদ্রদের মাঝে চাল বিতরণ করতে।

এদিকে এলাকার ভুক্তভোগীরা বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভিজিএফের চাল না পেলে অনেকের ঈদের আনন্দই মাটি হয়ে যাবে। তারা বলেন, আমরা মারামারি বুঝি না। আমরা দরিদ্র মানুষ। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল ঈদের আগেই আমাদের দেওয়া হোক।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) আশরাফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টির দ্রুত সমাধান না হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাল বিতরণ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, রাজনৈতিক বিরোধ ভুলে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির সমাধান হবে এবং ঈদের আগেই ভিজিএফের চাল পাবেন প্রকৃত উপকারভোগীরা।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু ও বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের মধ্যে ভিজিডির চাল বিতরণ ও প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে সৃষ্ট সংঘর্ষে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুসহ উভয় পক্ষের প্রায় ১০ জন আহত হন। আহত আলফাজ উদ্দীন কালুকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই লিখিত অভিযোগ দেয়নি। লিখিত অভিযোগ দিলে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে ভিজিএফের চাল বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ৩৫১৬ জন দুস্থ্য ও অসহায়দের মাঝে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করা হবে।

সোমবার সকালে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসার সাব্বির আহমেদের উপস্থিতিতে ভিজিএফ’র চাল বিতরণের উদ্বোধন করা হয়। কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা ভিজিএফ’র চাল বিতরণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ইউপি সচিব ইফতেখার আহমেদ, সহকারী সচিব রাজিয়া সুলতানা, ১নং ওয়ার্ড কাথুলী ইউপি সদস্য বাবুল হোসেন,২ নং ওয়ার্ড গাড়াবাড়ীয়া ইউপি সদস্য জিনারুল ইসলাম, ৩ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলাম, ৫ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন, ৬ নং ওয়ার্ড খাসমহল ইউপি সদস্য হুসাইন মোহাম্মদ, ৮ নম্বর ওয়ার্ড মাইলমারী ইউপি সদস্য কাবের আলী, ৯ নম্বর ওয়ার্ড নওপাড়া ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম প্রমুখ।

হরিণাকুণ্ডু পৌরসভায় ভিজিএফের

চাল বিতরণ

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ১০কেজি করে ভিজিএফ’র চাল ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভায় ৩হাজার ৮১টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জুন) দিনব্যাপী এ চাল বিতরণ করা হয়।

সেসময় হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন, ট্যাগ অফিসার পিআইও অফিসের সহকারী প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান, পৌরসভার সচিব, কাউন্সিলর, মহিলা কাউন্সিলরসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিনভর এই কর্মসূচীতে পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ৩ হাজার ৮১ টি পরিবারের মাঝে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে ভিজিএফের চাউল বিতরণ

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে দরিদ্র অসহায় ও দূস্থ পরিবারের মাঝে সুন্দর ও সুষ্ঠ পরিবেশে ভিজিএফ এর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের ২ হাজার ৬শত ১৬ জন অসহায় ও দূস্থ পরিবারের মাঝে মাথাপিছু ১০কেজি করে চাউল বিতরন করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টার দিকে পরিষদ চত্বরে চাউল বিতরণ করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ভিজিএফ এর কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এটি একটা মহতি উদ্যোগ।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন নিজে উপস্হিত থেকে চাউল বিতরনের উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন

প্যানেল চেয়ারম্যান-২ শহিদুল ইসলাম,, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান, ইউপি সচিব নাঈম হোসেন, শাহজামাল, আব্দুল হান্নান পটু, সেলিম উদ্দিনসহ সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কার্পাসডাঙ্গায় বিনামূল্যে ভিজিএফের চাল বিতরণ

সারাদেশে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় পবিত্র ঈদুল-ফিতর উপলক্ষে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বরাদ্দ ভিজিএফ খাদ্যশস্য (চাল) বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯ টায় উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে অতিদরিদ্র অসহায় মানুষদের সহায়তার লক্ষ্যে দুস্থদের জন্য ১০ কেজি হারে বিনামূল্যে খাদ্য (ভিজিএফ) কর্মসূচির আওতায় চাল বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মণ্টু,দুই নম্বর প্যানেল চেয়ারম্যান বিল্লাল হোসেন, ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেন, বিল্লাল হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুস ছালাম,আ.রাজ্জাক, সাজিবার রহমান, মাহবুবুর রহমান,নুর মোহাম্মদ ভগু, দেলোয়ারা খাতুন, আনেহার খাতুন, ইউপি সচিব হাসানুজ্জামান, সহকারী হিসাব রক্ষক মতিউর রহমান,উদ্যোক্তা হারুনার রশীদ,ওমেদুল হক সহ সকল ইউপি সদস্য। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সামাজিক রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলো।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস বলেন, পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সারাদেশে ১০ কেজি হারে ভিজিএফ চাল বিতরন করা হয়। আমাদের ইউনিয়নেও সুষ্ঠভাবে ভিজিএফ চাল বিতরন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ হতে উপকার ভোগীদের ও সকল জনগণকে

দামুড়হুদায় হাউলীতে ভিজিএফের চাউল বিতরণ

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে দরিদ্র অসহায় ও দূস্থ পরিবারের মাঝে সুন্দর ও সুষ্ঠ পরিবেশে ভিজিএফ এর চাউল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রোববার সকাল ৯ টার দিকে পরিষদ চত্বরে চাউল বিতরণ করা হয়।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন নিজে উপস্থিত থেকে চাউল বিতরনের উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান, ইউপি সচিব নাঈম হোসেন, ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, শাহজামাল, আব্দুল হান্নান পটু, সেলিম উদ্দিনসহ সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসময় ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের ২ হাজার ৬শত ১৬ জন অসহায় ও দূস্থ পরিবারের মাঝে মাথাপিছু ১০কেজি করে চাউল বিতরন করা হয়।